গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে ২৫-১০-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠেয় সেপ্টেম্বর, ২০১৭ মাসের সমন্বয় সভার কার্যপত্র।

সভাপতি : জনাব মো: আসাদুল ইসলাম
সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।
তারিখ : ২৫ অক্টোবর, ২০১৭
সময় : বেলা- ১১:০০ ঘটিকা
স্থান : মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং-৫০২, ভবন নং-৭)।

আলোচ্যসূচি	বিগত সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বর্তমান অবস্থা ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা /শাখা/অধিশাখা
(১) গত ২১-০৯-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।		
(২) জাতীয় যুবনীতি, ২০১৭	(ক) জাতীয় যুবনীতি, ২০১৭ বাস্তবায়নের জন্য Action Plan প্রণয়নের নিমিত্ত যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মো: আজিজুল হক এর সভাপতিত্বে গত ০৩-০৮-২০১৭ খ্রি: তারিখে UNFPA এর প্রতিনিধিদের সাথে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক(পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন)-কে আহবায়ক করে TAPP প্রস্তুতের জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, UNFPA, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছিল। সাব-কমিটি TAPP চূড়ান্ত করেছে এবং মন্ত্রণালয়ে TAPP পাওয়া গিয়েছে। Action Plan তৈরীর জন্য দ্রুত TAPP অনুমোদনের ব্যবস্থা করতে হবে। (খ) জাতীয় যুবনীতি ২০১৭ বাস্তবায়নের জন্য স্টিয়ারিং কমিটি গঠনের লক্ষ্যে ১২টি মন্ত্রণালয় হতে ফোকাল পয়েন্টের নাম পাওয়া গেছে। সুশীল সমাজ ও যুব প্রতিনিধিবৃন্দের নামের তালিকা পাওয়া গেছে। যুব প্রতিনিধি হিসেবে CRI এবং BYLC থাকতে পারে মর্মে আলোচনা হয়। সুশীল সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে প্রস্তাবিত ০২ জনের যুব সম্পর্কিত কাজের অভিজ্ঞতা আছে কিনা তা যাচাই করে শীঘ্রই ষ্টিয়ারিং কমিটি গঠন করা হবে। দ্রুত স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করতে হবে।	(ক) Action Plan তৈরীর জন্য TAPP অনুমোদন হয়েছে এবং প্রশাসনিক আদেশ জারী করা হয়েছে। (খ) সুশীল সমাজের ২জন প্রতিনিধিসহ CRI, BYLC এবং ১২টি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে স্টিয়ারিং কমিটি গঠনের নিমিত্ত নথি উপস্থাপন করা হয়েছে। যুব-১ শাখা/যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
(৩) পদসৃষ্টি/ আপগ্রেডেশন ও পদ স্থায়ীকরণ বিষয়ক অগ্রগতি	**যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর :**	-
	(১) শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রের রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত ৭টি পদের মধ্যে উপপরিচালক হিসেবে ইতোমধ্যে ২ জন কর্মকর্তাকে পদায়ন করা হয়েছে। ১জন পরিচালক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে পদায়ন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় হতে ডাক্তার পদায়ন করা হবে। নিয়োগ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।	(ক) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ১ জন উপসচিবকে শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রে পরিচালক হিসেবে প্রেষণে পদায়ন করা হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি উক্ত কর্মকর্তা যোগদান করেননি। বর্তমানে শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রে পরিচালক হিসেবে কর্মরত কর্মকর্তাকে রাখার জন্য ইতোমধ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। যুব-১ শাখা/যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।
	(২) ৫টি প্রকল্প ১ জুলাই ১৯৯৭ এর পরে শুরু হয়েছে বিধায় প্রকল্পের ১৪৭৪ জন জনবল স্বয়ংক্রিয়ভাবে রাজস্বখাতে স্থানান্তরে জটিলতা রয়েছে। প্রকল্পসমূহের জনবল স্বয়ংক্রিয়ভাবে রাজস্বখাতে স্থানান্তর না করলে যুব প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উপর কি ধরণের নেতিবাচক প্রভাব পড়বে তা উল্লেখপূর্বক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করার নিমিত্ত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের জন্য ৫টি প্রকল্পের সার্বিক তথ্য সম্বলিত সার-সংক্ষেপ তৈরী করা হয়েছে । মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	(খ) এ বিষয়ে কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। যুব-২ অধিশাখা/ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

আলোচ্যসূচি	বিগত সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বর্তমান অবস্থা ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা /শাখা/অধিশাখা
	(গ) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ:	
	মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের রায়ের প্রেক্ষিতে, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের ২৯টি পদ রাজস্বখাতে স্থানান্তরের নিমিত্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে কিছু তথ্য চেয়ে গত ১৭/০৮/২০১৭ তারিখে পত্র পাওয়া গেছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক তথ্যাদি প্রেরণের জন্য ২৮-০৮-২০১৭ তারিখে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যাচিত তথ্যাদি দ্রুত প্রেরণ করতে হবে।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যাচিত তথ্য জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ হতে পাওয়া যায়নি। তথ্যাদি প্রেরণের জন্য ২১-১০-২০১৭ তারিখে পুণরায় জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের বরাবর তাগিদ পত্র প্রদান করা হয়েছে। ক্রীড়া-১/ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ
	(ঘ) বিকেএসপিঃ বিকেএসপি হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন ক্যাটাগরীর মোট ৭৩৮টি পদ রাজস্ব বাজেটে সৃজনের সমন্বিত প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের লক্ষ্যে ২৬/০৭/২০১৭ তারিখ অভ্যন্তরীণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার খসড়া কার্যবিবরণী প্রক্রিয়াধীন আছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে ০৫টি পদে লোক নিয়োগের জন্য ছাড়পত্র দেয়া হয়েছিল। বিষয়টি বিচারাধীন রয়েছে। পুণরায় ছাড়পত্র দেয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের চেকলিষ্ট অনুযায়ী আগামী ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে এবং লোক নিয়োগের দ্রুত ছাড়পত্র দিতে হবে।	জারীকৃত কার্যবিবরণীতে বিকেএসপির প্রস্তাবিত সংশোধনী অন্তর্ভূক্ত করে সংশোধিত কার্যবিবরণী ২০/০৯/২০১৭ তারিখ জারী করা হয়েছে। বিকেএসপি হতে পদসৃষ্টির সমন্বিত প্রস্তাব এখনো পাওয়া যায়নি। ক্রীড়া-২ শাখা/বিকেএসপি
৪। শূন্য পদ পূরণ বিষয়ক অগ্রগতি:		
	ক্রীড়া পরিদপ্তর : (ক) <u>শূন্য পদে জনবল নিয়োগ:</u> জেলা ক্রীড়া অফিসার এর ২৮টি পদের ৬১৮টি এবং প্রভাষক এর ২৮টি পদের বিপরীতে ৫১৫টি আবেদন পত্র পাওয়া গেছে। পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তুতি চলছে। ২৮-০৯-২০১৭ তারিখে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ২৮/০৯/২০১৭ তারিখে পরীক্ষা হবে। (খ) <u>নিয়োগ বিধি সংশোধন প্রস্তাবঃ</u> ক্রীড়া পরিদপ্তর এবং শারীরিক শিক্ষা কলেজ (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০০৬-এর সংশোধনী প্রস্তাব এর সফট কপি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিচালক, ক্রীড়া পরিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, ২৩/০৮/২০১৭ তারিখে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সংশোধিত নিয়োগবিধির বিষয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার কার্যবিবরণী সভাপতি স্বাক্ষরের জন্য উপস্থাপনায় আছে। দ্রুত কার্যবিবরণী সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ করতে হবে এবং নিয়োগ বিধি সংশোধনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	(ক) ২৮/০৯/২০১৭ তারিখে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। (খ) সভার খসড়া কার্যবিবরণী ২৫-০৯-২০১৭ তারিখে পরিচালক, ক্রীড়া পরিদপ্তর এর অবলোকনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। ক্রীড়া-২ অধিশাখা/ ক্রীড়া পরিদপ্তর।
৫। গুরুত্বপূর্ণ অপেক্ষমাণ বিষয়		
(ক) বিভাগীয় মামলা		
	<u>যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর:</u> যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আগস্ট, ২০১৭ মাসের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর মোট ২১টি মামলা চলমান রয়েছে। ২টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে যত্নশীল হতে হবে।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সেপ্টেম্বর, ২০১৭ মাসের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর মোট ২১টি মামলা চলমান রয়েছে। নতুন কোন বিভাগীয় মামলী দায়ের হয়নি। যুব-১শাখা/যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর।

আলোচ্যসূচি	বিগত সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বর্তমান অবস্থা ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা /শাখা/অধিশাখা
(খ) অনিষ্পন্ন পেনশন কেইস		
	মন্ত্রণালয়: (১)মরহুম মো: সেলিম মিয়া এর স্ত্রী চাহেনারা বেগম গত ২০-০৮-২০১৭ তারিখে সংশোধিতভাবে পেনশন এর জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করেছেন। আবেদনপত্র যাচাই-এ হিসাবে গরমিল পাওয়া গেছে। আবেদনকারীকে বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে। পেনশন কেইসটি দ্রুত নিস্পত্তি করতে হবে।	(১) আবেদনকারী পেনশনের নির্ধারিত ফরম পূরণ সংশোধিত আকারে প্রশাসন-১ শাখায় ২৩/১০/২০১৭ তারিখে প্রেরণ করেছে। উপস্থাপনায় রয়েছে।
	(২) জনাব মো: আবুল কাশেম ভূঁইয়া, ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ১০-০৬-২০০৯ তারিখে ৮০% আনুতোষিক ভাতা মঞ্জুরী আদেশ জারী করা হয়েছে এবং জনাব মো: কমর উদ্দিন, ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ২২-০১-২০০৯ তারিখে ৮০% আনুতোষিক ভাতা মঞ্জুরী আদেশ জারী করা হয়েছে। তাদের দখলকৃত বাসা জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর না করায় এবং জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের না-দাবী নামা না পাওয়ায় অবশিষ্ট ২০% অর্থ পরিশোধের মাধ্যমে পেনশন কেইস নিষ্পত্তি করা যাচ্ছে না। গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ও জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের সংঙ্গে এ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মো: ফাইজুল কবীর কথা বলেছেন। আগামী ৭দিনের মধ্যে এ বিষয়ে তাঁদের মতামত জানাবেন। জাতীয় গৃহায়ন কর্তপক্ষের সাথে যোগাযোগপূর্বক দ্রুত পেনশন কেস নিস্পত্তি করতে হবে।	(২) গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ও জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।
	(৩) বিকেএসপিঃ বিকেএসপিতে পেনশন প্রথা চালুকণের জন্য অর্থ বিভাগ হতে নিম্নবর্ণিত শর্তপূরণ না হওয়ায় অসম্মতি জানিয়েছে। (ক) যে সব প্রতিষ্ঠানের প্রভিডেন্ট ফাডে গ্র্যাচুইটি বাবদ প্রদেয় অর্থ স্বতন্ত্রভাবে সংরক্ষিত আছে শুধু তাদেরকেই পেনশন ব্যবস্থা প্রবর্তনের অনুমতি দেয়া হবে। কোথাও এ তহবিলে ঘাটতি থাকলে এ ঘাটতি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত পেনশন ব্যবস্থা প্রবর্তনের অনুমতি দেয়া হবে না। (খ) পেনশন ফান্ড, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্র্যাচুইটি সংক্রান্ত সকল তহবিল পরিচালনার জন্য একটি স্বতন্ত্র ট্রাষ্ট বোর্ড স্থাপনা করতে হবে এবং তহবিলের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ট্রাষ্টি বোর্ডের কাছে ন্যস্ত থাকবে। এ তহবিলের কোন অর্থ অন্য কোন কাজে ব্যয় করা যাবে না। অর্থ বিভাগ হতে যাচিত তথ্যসমূহ সংগ্রহপূর্বক পুন:প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	(৩) **অর্থ বিভাগের শর্তাবলী পূরণপূর্বক** বিকেএসপি হতে এখনো কোন প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। ক্রীড়া-২ অধিশাখা/বিকেএসপি

(গ) সমীক্ষা/ অডিট আপত্তি	মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর/সংস্থার অডিট আপত্তি চিত্র।		(অংকসমূহ হাজার টাকায়)					
			পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকা	নতুন আপত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকা	নিস্পত্তিকৃত আপত্তির সংখ্যা	ক্রমপুঞ্জিত অনিষ্পন্ন আপত্তির জের	জড়িত টাকা
			১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় :	মন্ত্রণালয়-৬২৮২	২৭	৫০৩৭১৪,৩৭৬.৯০	-	-	-	২৭টি	৫০৩৭১৪,৩৭৬.৯০
		সমাপ্ত উন্নয়ন -৪৯৩৪৩২	২						
	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর :	অগ্রিম অনুচ্ছেদ-০৪ টি	৮০	১৬,২১,৩২	-	-	-	৮০	১৬,২১,৩২
		সাধারণ -৭৬ টি							
	ক্রীড়া পরিদপ্তর:		২২	৪,৮৯,৮৪	-	-	-	২২	৪,৮৯,৮৪
	বিকেএসপি :	অগ্রিম-১৩ টি	৩৪	১৪,৩৬৪	-	-	-	৩৪	১৪,৩৬৪
		সাধারণ-২১ টি							
	জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ:		৫২৪	৩,৯২,৪৯	-	-	-	৫২৪	৩,৯২,৪৯
		মোট=	৬৯৫	৭৬৮৮৮৮	-	-	-	৬৮৮	৭৬,৮২৪৫

বর্তমান অবস্থা: বিকেএসপির ৬টি অগ্রিম অনুচ্ছেদ এবং মন্ত্রণালয়ের অডিট আপত্তিসমূহ নিস্পত্তির লক্ষ্যে ১২/১১/১৭ তারিখে যথাক্রমে ত্রিপক্ষীয় ও দ্বিপক্ষীয় সভা আহবান করা হয়েছে।

(৬) ন্যাশনাল সার্ভিস এর অগ্রগতি:

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর: প্রশিক্ষণ, ঋণ, ন্যাশনাল সার্ভিস	<u>ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচীর ৪র্থ পর্ব বাস্তবায়ন</u>: ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচীর ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম পর্বের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হবে। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ড. শ্রী বীরেন শিকদার এম.পি এর উপস্থিতিতে আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে জামালপুর আশেক মাহমুদ কলেজ মিলনায়তনে জামালপুর জেলাধীন বকশীগঞ্জ, জামালপুর সদর ও মেলান্দহ উপজেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির জন্য বাছাইকৃত সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণে ৫ম পর্বের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন মর্মে সভায় আলোচনা হয়। ৫ম পর্বের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং ৬ষ্ঠ ও ৭ম পর্ব এ অর্থবছরেরই শুরু করতে হবে।	ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচীর ৫ম ও ৬ষ্ঠ পর্বে অবশিষ্ট ৪২২টি উপজেলা হতে দারিদ্রের আধিক্য অনুযায়ী সবচেয়ে দারিদ্র (উচ্চ থেকে নিম্ন) ১৩টি জেলার ২০টি উপজেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং ৭ম পর্বে অবশিষ্ট ৪২২টি উপজেলা হতে দারিদ্রের আধিক্য অনুযায়ী ১৪টি জেলার ২০টি উপজেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। **যুব -২ ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর**
(৭) বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন:	(ক) বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন এর সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, ফাউন্ডেশনের তহবিল বৃদ্ধির জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট ১০০.০০(একশত কোটি) টাকা স্থায়ী আমানত চেয়ে সার-সংক্ষেপ অর্থ বিভাগের মতামতের জন্য রয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন কোম্পানী/প্রতিষ্ঠানের CSR খাত হতে অনুদানের জন্য মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর স্বাক্ষরে আধাসরকারী পত্রের প্রেক্ষিতে জ্বালানী সচিব মহোদয়ের সহায়তায় ০৭(সাত)টি কোম্পানির CSR খাত হতে ৬০,০০,০০০/-(ষাট লক্ষ) টাকা অনুদান পাওয়া গেছে। ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সহায়ক কর্মচারী প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। (খ) <u>২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ক্রীড়াসেবীদের অনুদান বিতরণ</u>: ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ক্রীড়াসেবীদের অনুদান প্রদান সম্পর্কিত একটি কমিটি রয়েছে। উক্ত কমিটি ক্রীড়াসেবীদের অনুদান প্রদানের বিষয়ে কাজ চলমান রয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ক্রীড়াসেবীদের অনুদান যথাসময়ে প্রদান করতে হবে। <u>(গ) ফাউন্ডেশনের জন্য মানসম্মত অফিসের ব্যবস্থা করা :</u> ২৭-০৪-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ফাউন্ডেশনের বোর্ড সভায় জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, পুরাতন ভবনে সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে অফিসের পরিবেশ উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য যুগ্মসচিব(ক্রীড়া) ও সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনকে ১০০৪ বর্গফুট কক্ষ বরাদ্দ দেয়া হবে মর্মে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব সভাকে অবহিত করেন। আগামী ৭দিনের মধ্যে বরাদ্দের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।	বিষয়টি জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের বিবেচনাধীন। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে ক্রীড়াসেবীদের অনুদানে অনলাইন পদ্ধতি প্রবর্তনের বিষয় প্রক্রিয়াধীন। ফাউন্ডেশনের অনুকূলে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ হতে নতুন কক্ষ বরাদ্দ করা হয়েছে। ক্রীড়া-১/জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ/বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন।

(৮) বিবিধঃ		
(ক) তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী প্রাপ্ত আবেদন নিষ্পত্তিকরণ।	তথ্য অধিকার আইন মোতাবেক প্রাপ্ত আবেদন নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। নাগরিকদের নিকট হতে তথ্য প্রাপ্তির কোন আবেদন পাওয়া যায়নি। কোন নাগরিক তথ্য চেয়ে আবেদন করলে তা তথ্য অধিকার আইন মোতাবেক নিষ্পত্তি করতে হবে।	তথ্য অধিকার আইন মোতাবেক প্রাপ্ত আবেদন নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। তথ্য অধিকার আইন মোতাবেক বিবেচ্য সময়ে কোন আবেদন পাওয়া যায়নি।
(খ) মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন	(১)National Sports Council (Amendment) Ordinance-1976 এবং National Sports Control Board(Amendment) Ordinance-1978 সংশোধনপূর্বক প্রস্তুতকৃত জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন ২০১৬ মন্ত্রিসভা বৈঠকে গত ১৯-১২-২০১৬ তারিখে নীতিগতভাবে অনুমোদন প্রদান করে। মন্ত্রিসভার অনুমোদনের পর লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের পরামর্শ মোতাবেক জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন' ২০১৬ পুনর্গঠন করে গত ১৯-০৭-২০১৭ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (২) বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ ১৯৮৩ পরিমার্জনপূর্বক বাংলায় প্রবর্তনের প্রস্তাবের উপর মতামত প্রদানের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। ম্যাট্রিক্স আকারে আইনটিকে সাজানো হয়েছে। এ বিষয়ে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ০১-০৮-২০১৭ তারিখে মন্ত্রণালয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৩/০৮/২০১৭ তারিখে জারীকৃত কার্যবিবরণীর আলোকে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (সংক্ষেপে বিকেএসপি, ইংরেজিতে Bangladesh Institute of Sports) আইন, ২০১৭ সম্পূর্ণ পরিমার্জন করে উপস্থাপন করা হয়েছে। দ্রুত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (৩) <u>ই-টেন্ডারিং</u> :- জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে ই-টেন্ডার প্রকাশনার কাজ কাজ চলছে। বিকেএসপিতে e-GP System এ ক্রয় কার্যক্রম চলছে। ইতোমধ্যে ৫টি কার্যাদেশ হয়েছে। CPTU এর সাথে যোগাযোগপূর্বক জরুরিভিত্তিতে সকল দপ্তর/সংস্থায় ই-জিপি বাস্তবায়ন করতে হবে।	(১) লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের পরামর্শ মোতাবেক জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন ' ২০১৭ পুনর্গঠন করে গত ১৯-০৭-২০১৭ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। আইনটি পুনর্গঠনের বিষয়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। (২) গত ২৩/০৮/২০১৭ তারিখে জারীকৃত কার্যবিবরণীর আলোকে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (সংক্ষেপে বিকেএসপি, ইংরেজিতে Bangladesh Institute of Sports) আইন, ২০১৭ সম্পূর্ণ পরিমার্জন করে ২৩/১০/২০১৭ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। (৩) জাতীয় ক্রীড়া পরিষদে ই-টেন্ডার পাবলিশিং এর কাজ চলছে। বিকেএসপিতে e-GP System এ ক্রয় করা হচ্ছে। ক্রীড়া পরিদপ্তরের সকল ক্রয় কার্যক্রম ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হবে।

আলোচ্যসূচি	বিগত সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বর্তমান অবস্থা ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা /শাখা/অধিশাখা
(৪) **মন্ত্রণালয়** এবং সকল **দপ্তর /**সংস্থায় ইনোভেশন **সম্পর্কিত** কার্যক্রম এবং **ইউনিকোড** চালুকরণ	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল শাখায় ইউনিকোড চালু রয়েছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কাজ ইনোভেশনের মাধ্যমে সহজীকরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কার্যাবলী ইনোভেশনের মাধ্যমে সহজীকরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ক্রীড়া পরিদপ্তরে ইনোভেশন ধারনার মাধ্যমে সেবা সহজীকরনের জন্য সফটওয়ার ডেভেলপ করা হয়েছে। ৬৪টি জেলায় অটিষ্টিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সেবা সহজীকরণের মাধ্যমে খেলাধূলার আয়োজন করা হয়। আগামী ডিসেম্বর মাসে ২/৫ দিন ব্যাপী ইনোভেশন কর্মশালা করতে হবে। ইনোভেশন কর্মশালা করার জন্য বাজেট বরাদ্দ চেয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রস্তাব করতে হবে। আগামী ডিসেম্বর মাসে ২/৫ দিন ব্যাপী ইনোভেশন কর্মশালা করতে হবে। ইনোভেশন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য নির্দিষ্ট কোডে অর্থ বরাদ্দ রাখার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কাজ ইনোভেশনের মাধ্যমে সহজীকরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের কার্যাবলী ইনোভেশনের মাধ্যমে সহজীকরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ক্রীড়া পরিদপ্তরে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ইনোভেশন কর্মশালা আয়োজন করা হবে। ৬৪টি জেলায় অটিষ্টিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য সেবা সহজীকরণের মাধ্যমে খেলাধূলার আয়োজন করা হয়। **মন্ত্রণালয় শাখা/সকল দপ্তর/সংস্থা/আইসিটি**
(৫) **মন্ত্রণালয়/** দপ্তর/ **সংস্থাসমূহের** কার্যক্রম **বিষয়ে** অভিযোগ গ্রহণ ও **নিষ্পত্তিকরণ** ব্যবস্থা (Grievance Redress System) চালুকরণ।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে কেন্দ্রীয়ভাবে অনলাইনে অভিযোগ দাখিল করলে তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তা দেখতে পারেন। এটি নিয়মিত দেখতে হবে। অভিযোগ পাওয়া গেলে দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে কেন্দ্রীয়ভাবে অনলাইনে অভিযোগ দাখিল করলে তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অভিযোগ নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তা দেখতে পারেন। এটি নিয়মিত দেখতে হবে।
(৬) **জাতীয়** ই-সেবা **সিস্টেম** বাস্তবায়ন	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরাধীন ২০টি জেলার কর্মকর্তা/কর্মকর্তাদের ই-ফাইল প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে এবং ২০টি জেলাকে লাইভ এ আনা হয়েছে। ই-নথি বাস্তবায়ন সম্পর্কে ব্যবহারকারীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। আগস্ট, ২০১৭ মাসে ২৬৫টি নথি ই-সিস্টেমে নিস্পন্ন এবং ২০৫টি পত্র জারী করা হয়েছে। ক্রীড়া পরিদপ্তরে ই-নথি চালু করা হয়নি। ক্রীড়া-২ শাখায় ইন্টারনেট লাইন না থাকায় ই-নথিতে কাজ করা যাচ্ছে না। সেজন্য এডিএসএল লাইন দেয়ার পরামর্শ দেন। ই-নথিতে কাজ করার জন্য প্রতিমাসে ১ বেলা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ট্রেডিং এর ব্যবস্থা করার পরামর্শ দেন। মন্ত্রণালয়ে ই-নথির অবস্থা সন্তোষজনক নয়। সভাপতি প্রতিদিন প্রতিশাখা হতে নূন্যতম ১টি ই-নথি তোলার জন্য পরামর্শ দেন। জরুরি ভিত্তিতে মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ সকল দপ্তর/ সংস্থায় ই-নথিতে দাপ্তরিক কার্যক্রম করতে হবে। ক্রীড়া-২ শাখা ই-নথিতে কাজ করার জন্য এডিএসএল লাইন দিতে হবে। ই-নথিতে কাজ করার জন্য প্রতিমাসে ১ বেলা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ট্রেডিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিদিন প্রতি শাখা হতে নূনতম ১টি ই-নথি উপস্থাপন করতে হবে।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরাধীন ৩০টি জেলার কর্মকর্তা/কর্মকর্তাদের ই-ফাইল প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে এবং ২০টি জেলাকে লাইভ এ আনা হয়েছে। ই-নথি বাস্তবায়নে সম্পর্কে ব্যবহারকারীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। সেপ্টেম্বর, ২০১৭ মাসে ৯১টি নথি ই-সিস্টেমে নিস্পন্ন এবং ৯২টি পত্র জারীতে নিস্পন্ন করা হয়েছে। ক্রীড়া পরিদপ্তরে ই-নথি বাস্তবায়নের জন্য ক্রীড়া পরিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং জেলা পর্যায়ে কর্মরত জেলা ক্রীড়া অফিসারদের ১৭-০৮-২০১৭ তারিখে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। **মন্ত্রণালয়/আইটি সেল**
(৭) **বার্ষিক** কর্মসম্পাদন **চুক্তি** ২০১৭-১৮ প্রস্তুত	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর হতে মাঠ পর্যায়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ৩ মাস অন্তর অন্তর মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ প্রধান কার্যালয়ে ত্রৈমাসিক সভা আয়োজন করা হয়ে থাকে। উক্ত সভায় প্রতি ত্রৈমাসিক অগ্রগতির মূল্যায়ন ও করণীয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে থাকে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসংস্থান চুক্তি অনুযায়ী অর্জনের স্বপক্ষে প্রমাণক সঠিকভাবে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ হতে পাওয়া যায়নি। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৭-২০১৮ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সচেষ্ট থাকতে হবে এবং বছর শেষে প্রতিবেদনের সাথে প্রমাণক পাঠাতে হবে।	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৭-২০১৮ এর ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন APAMS এ upload করা হয়েছে।

আলোচ্যসূচি	বিগত সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বর্তমান অবস্থা ও বাস্তবায়নকারী সংস্থা /শাখা/অধিশাখা
(গ)	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী এবং সচিব যখন বিদেশ সফর করবেন তখন সে দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনের সাথে যোগাযোগপূর্বক সংশ্লিষ্ট দেশের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সাথে দ্বি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের বিষয়ে সভাপতি পরামর্শ প্রদান করেন এবং সভা হলে একটি প্রতিবেদন পেশের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। সংশ্লিষ্ট দেশের মিশনের সাথে যোগাযোগ করে দ্বি-পক্ষীয় সভা ও সভার রিপোর্ট করতে হবে।	
(ঘ)	সভাপতি সভার নোটিশ এবং কার্যবিবরণী যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করার জন্য নির্দেশ দেন। সভার নোটিশ, কার্যবিবরণীর এবং কার্যপত্রের হার্ড কপি প্রেরণে নিরুৎসাহিত করা হয় এবং আগামীতে সকল চিঠি, নোটিশ এবং কার্যবিবরণী ওয়েবসাইট ও গ্রুপমেইলে পাঠানোর জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন। সকল সভার নোটিশ ও কার্যবিবরণী হার্ড কপি বন্ধ করতে হবে।	সভার নোটিশ এবং কার্যবিবরণী গ্রুপ মেইল এবং ওয়েব সাইটে দেয়া হচ্ছে।